13 APR 2017
20 8

যুগান্তর

অডিও কেলেঙ্কারি তদন্তে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ

ইবির শিক্ষকের বিরুদ্ধে এবার অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ

আবদুল্লাহ আল মামুন, *ইবি*

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে এবার বিভাগের বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। বিভাগের সভাপতি থাকা অবস্থায় বিভাগের ও সান্ধ্যকালীন কোর্সের অর্থ ব্যক্তিগত হিসাবে স্থানান্তর, একক স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনাসহ নানাভাবে এ অর্থ আত্মসাৎ করেন তিনি। নিয়োগ বাণিজ্যের কথোপকথন ফাঁস নিয়ে সমালোচনা ও তদন্ত চলাকালেই তার বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাপক সমালোচনা চলছে। যুগান্তরের অনুসন্ধানেও এ অভিযোগের সত্যতা মিলেছে।

এদিকে নিয়োগ বাণিজ্যের কথোপকথন ফাঁসের ঘটনা তদন্তে এবার কমিটিতে দু'জন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে তদন্ত প্রতিবেদন দেয়ার সময় ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, বিভাগের উন্নয়ন তহবিলের অর্থ উত্তোলন করে হিসাব নম্বর গোপন, ইন্টার্নশিপ জমা নেয়ার নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়, দাগকাটা চেক ব্যক্তিগত চেকে রূপান্তর, ম্যানুয়াল লঙ্ঘন করে টাকা উত্তোলন করেও অর্থ আত্মসাৎ করেন তিনি।

রেজিস্ট্রার ও বিভাগীয় অফিস সূত্রে জানা যায়, বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন প্রফেসর ড. মাহবুবুল আরফিন। তিনি বিভাগের উন্নয়ন ফান্ডে (হিসাব নং ৯৮৩৭) দুই লাখ ১০ হাজার ৯৪৩ টাকা রেখে নুরুল আমিনের হাতে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন। পরে এতে আরও টাকা জমা পড়ে। ব্যাংক স্টেটমেন্ট ঘেঁটে দেখা যায়, রুহুল আমিন ১২ দফায় ৪ লাখ ২১ হাজার টাকা তোলেন। হিসাবে সর্বশেষ লেনদেন হয় ২০১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি, তখন এর স্থিতি ছিল মাত্র ৭৫৩ টাকা। এরপর থেকেই হিসাবটি হাইড (গোপন) রাখা হয়েছে। বিভাগের শিক্ষকরা জানান, টাকা তোলা হলেও বিভাগের কাজে তা ব্যবহার

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

ইবির শিক্ষকের বিরুদ্ধে এবার অর্থ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

হয়নি।

তথ্য রয়েছে, বিভাগের সান্ধ্যকালীন কোর্সের হিসাব (৩৬১৪-০১-০০০৫৮৮১, বেসিক ব্যাংক, কুষ্টিয়া) থেকে ২০১৪ সালের ২১ জুলাই ব্যক্তিগত হিসাবে (৩৬১৪-০১-০০০২৯৯১) প্রায় ৯ লাখ টাকা স্থানান্তর করেন রুহুল আমিন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে অনুষদীয় তহবিল থেকে বিভাগের উন্নয়নের জন্য দেয়া সাড়ে চার লাখ টাকা দাগকাটা চেকে নিয়ে ব্যক্তিগত চেকে রূপান্তর করেন। ব্যাংক স্টেটমেন্ট বলছে, ২০১৩ সালের ২২ এপ্রিল ০১১/২৫৭৭৯৮৩ চেক থেকে ১২ হাজার ৩০০ টাকা, ০১১১১৮৫৪৮০ চেকে ৯৭ হাজার ২০০ টাকা, ২৯ এপ্রিলে ০১১/১১৮৫৪৮৩ চেকে ১ লাখ ৩৪ হাজার ৯২৪ টাকা এবং ২০১৫ সালের ২৪ মে ৮৪৩০০১নং চেকে ৪৮ হাজার ও ১ জুন ৮৪৩০০৪ চেকে ১ লাখ ২০ হাজার ৫০৬ টাকা তোলেন।

মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে তিনি আরও আড়াই মাস বিভাগীয় সভাপতির দায়িত্ব (৬ সেপ্টেম্বর ২০১৫ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০১৫) পালন করেন। এ সময়ে তিনি ২ লাখ ১৭ হাজার টাকা তোলেন। অথচ অর্থ ব্যয় ম্যানুয়াল মতে, ভারপ্রাপ্ত সভাপতির টাকা উত্তোলনের ক্ষমতা নেই।

এসব বিষয় নিয়ে কথা হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার প্রফেসর ড. সেলিম তোহার সঙ্গে। তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'সরকারি বা বিভাগের অর্থ কেউ তার নিজের অ্যাকাউন্টে রাখতে পারে না। এটা বেআইনি।' তিনি আরও বলেন, 'একাডেমিক কমিটির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাংক হিসাব খুলতে হয়। একইভাবে বিভাগের নীতিনির্ধারণী বডির রেজুলেশন নিয়েই তা বন্ধ করতে হবে। এর বাইরে কিছু করা হলে তা নিয়মের পরিপন্থী হবে।'

তবে সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন মো. রুহুল আমিন। তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'এটা অনেক আগের ঘটনা, এখন কেন উঠানো হচ্ছে। উন্নয়ন ফান্ডের সকল অর্থ বিভাগের উন্নয়ন কাজেই ব্যয় করা হয়েছে।' দাগকাটা চেক রূপান্তর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এরকম কিছু হলে বিভাগীয় শিক্ষকদের সম্মতিতে একাডেমিক কমিটির রেজুলেশনের মাধ্যমে হয়েছে।' সান্ধ্যকালীন কোর্সের হিসাব থেকে ব্যক্তিগত হিসেবে টাকা স্থানান্তর প্রসঙ্গে রুহুল আমিন দাবি করেন, 'নিয়ম অনুযায়ী টাকা ট্রান্সফার হয়েছে।' ভারপ্রাপ্ত সভাপতি থাকা অবস্থায় টাকা তোলার বিষয় জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা দিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি টাকা তুলেছি এবং একাডেমিক কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যয় করেছি।' তবে ভারপ্রাপ্ত সভাপতিকে দেয়া ওই চিঠির কপি যুগান্তরের কাছে রয়েছে। সেখানে এ ধরনের কোনো ক্ষমতার কথা উল্লেখ নেই।

হিসাব শাখার পরিচালক মোহাম্মদ আকামদ্দীন যুগান্তরকে বলেন, 'সাধারণত বিভাগগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণ মানতে চায় না। সেহেতু সেখানকার টাকা-পয়সা কীভাবে ব্যয় হচ্ছে, তার সঠিক হিসাব আমাদের কাছে নেই।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. রাশিদ আসকারী যুগান্তরকে বলেন, 'ওই বিভাগের অর্থনৈতিক অনিয়মের বিষয়টি আমি অবগত। বিষয়টি তদন্তের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদন দিলে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

বিভাগের অর্থনৈতিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠায় গত ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন কাজী আখতার হোসেনকে আহ্বায়ক করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। তদন্ত চলছে জানিয়ে কাজী আখতার হোসেন যুগান্তরকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ কেউ ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে রাখতে পারেন না।

অডিও কেলেঙ্কারির তদন্ত : ২ এপ্রিল যুগান্তরে 'ইবি শিক্ষকের নিয়োগ বাণিজ্যের অডিও ফাঁস : থ্রি ফার্স্ট ক্লাসে ১৫ লাখ টাকা ফেরে ১২' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশিত হয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মো. রুহুল আমিনকে একাডেমিক এবং প্রশাসনিক কাজ থেকে বিরত রেখে তদন্ত কমিটি গঠন করে। সাত দিনের মধ্যে প্রতিবেদন দেয়ার কথা। কিন্তু তদন্ত কমিটি সময় বৃদ্ধি, কণ্ঠস্বর এবং আইন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিতে ভিসির কাছে আবেদন করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আইন বিশেষজ্ঞ হিসেবে আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহজাহান মণ্ডলকে এবং কণ্ঠস্বর বিশেষজ্ঞ হিসেবে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. তারেকুজ্জামানকে নিয়োগ দিয়েছে।

তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. রুহুল কুদ্দুস মোহাম্মদ সালেহ যুগান্তরকে বলেন, 'সাত দিনে কোনো তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া সম্ভব নয়। এজন্য আরও ১৫ দিন সময় চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল, সেখানে সাত দিন সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরই মধ্যে আমরা দুইটি মিটিং করেছি, আরও দুইটি মিটিং করতে হবে। তদন্তে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। কারও সম্মানহানি যেন না হয়, সে চেষ্টা করছি।'